ঝিনাইদহে ধান উড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী- স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামে ধান উড়ানোর ফ্যানে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার গাগান্না গ্রামের মজিবর খা (৫৫) ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন (৪০) ধান উড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্যানে সংযোগ দিতে যাচ্ছিল এসময় ফ্যানের পুরা বডিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় এসময় তার স্বামী ফ্যানের আঘাতে ছিটকে পড়লে স্ত্রী উদ্ধার করতে যায় এবস্থায় দুজনেই বিদ্যুতায়িত হয়ে এক সাথে মৃত্যু বরণ করেণ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার ভোরের কুয়াশা কাটার আগেই মাঠের সোনালী ধান পরিষ্কার করার জন্য মজিবর খান ঘরের বৈদ্যুতিক ফ্যানটি ঠিক করতে যান। কিন্তু তিনি জানতেন না, ওই ফ্যানে সমস্যা আছে। ফ্যানে হাত দেওয়া মাত্রই বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে ছটফট করে ওঠেন মজিবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর এই মরণ-চিৎকার শুনতে পান স্ত্রী মোমেনা খাতুন। চোখের সামনে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছটফট করতে দেখে মোমেনা আর নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেননি। কোনোরকম আত্মরক্ষার চিন্তা না করে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে স্বামীকে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তুস্বামীকে তো ফেরানো গেলই না, উল্টো সেই মরণ-ফাঁদ কেড়ে নিল মোমেনার প্রাণও। আর সেই শেষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই চিরতরে নিথর হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো এলাকা। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক ও বীভৎস মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে সন্তানরা। উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ধান আর তার মাঝে শুইয়ে রাখা বাবা- মায়ের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বুক ফাটানো আর্তনাদ”ও আব্বা, ও আম্মা, তোমরা কথা কও না কেন? আমাদের একা থুয়ে তোমরা

একসাথে কই চলে গেলা!” সন্তানদের এই গগনবিদারী আহাজারিতে সেখানে উপস্থিত শত শত প্রতিবেশীর চোখ ফেটে জল নেমে আসে ।

সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে এক নিমেষে এক বুক বিষাদে পরিণত করে, সন্তানদের বুকে এক জনমের শূন্যতা এঁকে দিয়ে মজিবর ও মোমেনা চলে গেলেন এক অন্তহীন না ফেরার দেশে। গাগান্না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজ উনুন জ্বলেনি, বিষাদের এক কাল মেঘ যেন থমকে আছে পুরো জনপদ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন বিদ্যুস্পষ্টে আজ সকালে গাগান্না গ্রামের মজিবর খা ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছেন বলেন জেনেছি।

গাংনীতে ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে চালকের মৃত্যু, সহকারী আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া গ্রামে একটি ইটভাটায় মাটি বহনকারী ড্রামট্রাক বিদ্যুতায়িত হয়ে গাড়িতে থাকা জহিরুল ইসলাম
(৪৫) নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় তার সহকারী সজীব (৩০) গুরুতর আহত হয়েছেন এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল গ্রামের মৃত আব্দুল মাজিদের ছেলে। আহত সজীব একই উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পোড়াপাড়া গ্রামের ময়নালের থ্রি-স্টার ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরার সময় ড্রামট্রাকটি অসাবধানতাবশত ইটভাটার বৈদ্যুতিক সংযোগের মেন তারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এতে মুহূর্তেই ট্রাকটি বিদ্যুতায়িত হয়।

বৈদ্যুতিক তারের আগুনে ঝলসে ঘটনাস্থলেই চালক জহিরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় সহকারী সজীবকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

ড্রামট্রাকের মালিক কাফিরুল ইসলাম জানান, নিহত জহিরুল ইসলাম প্রায় ৫ বছর ধরে তার ড্রামট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। রাতে ইটভাটায় মাটি রেখে ফেরার সময় অসাবধানতাবশত ট্রাকের ড্রাম পুরোপুরি নামানো না থাকায় সেটি বৈদ্যুতিক খুঁটির মেন তারের সঙ্গে স্পর্শ করে বিদ্যুতায়িত হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুতায়িত বেড়ায় জড়িয়ে যুবকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি গ্রামে কেরুজ পুকুরে লিজ নেওয়া জলাশয়ে মাছ চুরি ঠেকাতে চারপাশে বেড়া দিয়ে বিদ্যুতায়িত করেছেন একই গ্রামের আব্বাস আলী।

আজ রবিবার (২২ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কেরুজের জমিতে ঘাস কাটতে যান চাঁন মিয়া (২৩)।

ঘাস কাটার একপর্যায়ে পিপাসা পেয়ে পানি খেতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত বেড়ার সংস্পর্শে আসেন তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

নিহত চাঁন মিয়া দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঁঝরি মাঝের গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কেরুজ পুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে লিজ নিয়ে

মাছ চাষ করে আসছেন আব্বাস আলী। মাছ চুরি ঠেকাতে তিনি পুকুরের চারপাশে বিদ্যুতায়িত বেড়া দিয়ে রেখেছেন। ফলে মাঝেমধ্যেই কুকুর, শিয়াল, বিড়ালের মৃতদেহ পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

স্থানীয়রা একাধিকবার আব্বাস আলীকে এই বিদ্যুতায়িত বেড়া সরিয়ে নিতে বললেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। কিছুক্ষণ আগেই সেই বেড়ায় হাত দিতেই চাঁন মিয়ার মৃত্যু হয়।

একাধিক সূত্র জানিয়েছে, আব্বাস আলী শুধুমাত্র মাছ চাষই নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। তার বিরুদ্ধে ৪ থেকে ৫টি মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এলাকার সচেতন মহল অবিলম্বে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্বাস আলীকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর বলেন, নিহত চাঁন মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।